FEB 8 2001

সৈয়দপুরে যে মাদ্রাসায় পায়ে শেকল বেঁধে ছাত্রদের শাসন করা হয়

সাইফুল্লাহ মুন্না ও কাজী বিপ্লব, সৈয়দপুর (নীলফামারী) থেকে ঃ নিরীহ ও অভাবপীড়িত পরিবারের ছেলেমেয়েদের নানা প্রলোভন দেখিয়ে এনে জোর করে কওমি মাদ্রাসা শিক্ষার নামে 'জেহাদি টেনিং' দেয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই প্রশিক্ষণের অংশ হলো তাদের পায়ে শিকল দিয়ে রাখা।

মধ্যযুগীয় কায়দায় 'ইলম' শিক্ষার এই কারবার চলছে সৈয়দপুর পৌর এলাকার পুরাতন বাবুপাড়ায় আল জমিয়াতুল ইসলামিয়া দারুল উলুম কওমি মাদ্রাসায়।

১৯শে জানুয়ারি মাদ্রাসায় গিয়ে ইউসুফ (১২) নামে এক ছাত্রকে পাওয়া যায় হাতে-পায়ে শিকল পরা অবস্থায়। এ অবস্থায়েই তাকে রোদে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল; অন্য ছাত্রদেরকে বেয়াদবির পরিণতি বোঝানোর জন্য। ইউসুফের অপরাধ ছিল সে তার বাবা-মাকে একটু দেখতে যেতে চেয়েছিল। এ প্রতিবেদক সেখানে গেলে কান্নাজড়িত কণ্ঠে ইউসুফ জানায়, তার এসব শিক্ষা ভাল লাগে না। অথচ এখানে তাকে জোর করে ভর্তি করে রাখা হয়েছে। এসব কথা বলা শেষ হওয়ার আগেই প্রতিবেদকের উপস্থিতি টের পেয়ে মাদ্রাসার কথিত বড় ভাইরা তাকে টেনে নিয়ে যায় একটি কক্ষে। সেখানে অন্য কারো ঢোকার অনুমতি নেই। পরে জানা গেছে, এই ঘরেই ইউসুফকে বন্দি থাকতে হয়েছিল আরো দু দিন সাংবাদিকদের ছবি তুলতে দেয়ার অপরাধে। এ মাদ্রাসার নিয়মে আরো যেসব শাস্তি প্রচলিত আছে, তার মধ্যে রয়েছে ঃ শিকল দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা, দোররা মারা, না খাইয়ে রাখা, এক ঘরে বন্দি করে রাখা, বাবা-মা'র সাথে দেখা বন্ধ ইত্যাদি।

১৯২৬ সালে প্রতিষ্ঠিত এ মাদ্রাসার পৌনে পাঁচশ ছাত্রের মধ্যে ৪১ জন এতিম। মাদ্রাসার লিল্লাহ বোর্ডিং-এ আছে দুশ ছাত্র। এখানে প্রাথমিক পর্যায়ে নূরানী ও মাধ্যমিক পর্যায়ে 'হেফজ' শাখা রয়েছে। বিভিন্নরকম সাহায্য, চাঁদা, ফেতরা ও ওয়াকফ সম্পত্তির আয় মাদ্রাসার আয়ের উৎস।

এলাকাবাসীই জানায়, একজনের ব্যক্তিগত সম্পত্তির ওপর গড়ে ওঠা এই মাদ্রাসাটি টিকে আছে একটি গোপন মৌলবাদী শক্তির সাহায্যে।

ইউসুফের ঘটনা সম্পর্কে মাদ্রাসার পরিচালক মওলানা হারুন 'সংবাদকে' জানান, ছাত্রদের নির্যাতন করার অভিযোগটি সত্য নয়। ছাত্ররা দোষ করলে শরিয়ত মতো শাস্তি দেয়া হয়। সরকারি সাহায্য না থাকলেও ছাত্রদের সাধ্যমতো খাওয়ানো হয়। ফতোয়া শেখানোর ব্যাপারে মাদ্রাসার শিক্ষকরা বললেন, ফতোয়া শেখানো জায়েজ। ফতোয়া ছাড়া কারো জীবন চলতে পারে না।

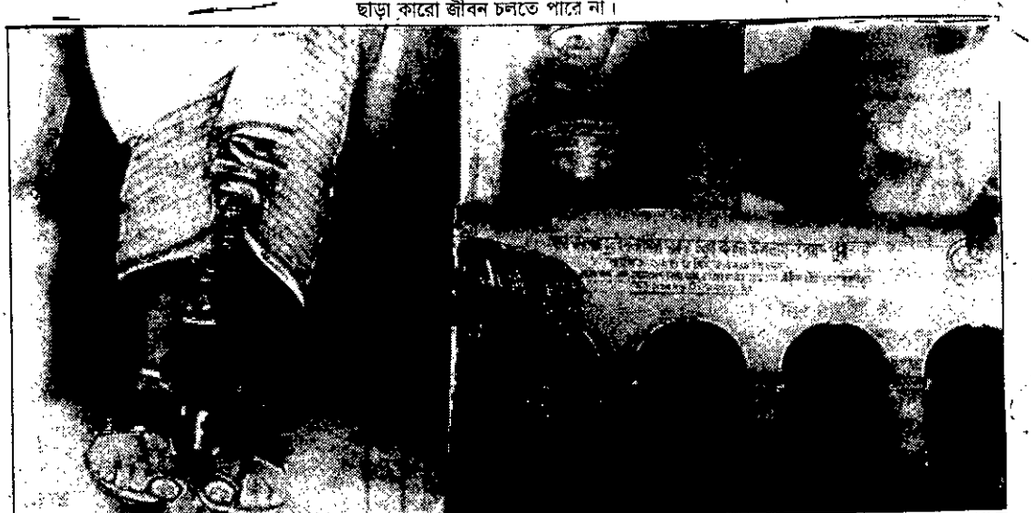

শেকল পরিয়ে মাদ্রাসার বারান্দায় দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে ইউসুফকে। পাশে ১২ বছরের ইউসুফ। সাংবাদিকদের সাথে কথা বলায় তাকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এক কক্ষে। নিচে সৈয়দপুর জমেয়াতুল ইসলামিয়া দারুল উলুম মাদ্রাসা —সংবাদ